যায়যায়দিন

তারিখ 18 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস পালিত

যায়যায়দি রিপোর্ট

সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস পালিত হয়েছে। ৪৭ বছর আগে ১৯৬২ সালের এদিনে পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিভূ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ও একটি গণমুখী, সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষানীতির দাবিতে ছাত্রসমাজ অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ছাত্র আন্দোলন ও শহীদদের আত্মদান তথা শিক্ষার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক ১৭ সেপ্টেম্বরকে সেদিন 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ, ড. কাজী শহীদুল্লাহ, প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

ছাত্র ঐক্য ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি শহীদ গোলাম মোস্তফা ওয়াজিউল্লাহ বাবুসহ '৬২ ছাত্র আন্দোলনে যারা সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে, তাদের স্মরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে আলোচনা করেন সোহান সোবহান ডিউ মহম্মদ, রাজীব জবড়জং ও মনিরুল ইসলাম।

সকাল ১১টায় জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগের উদ্যোগে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এ সভায় এস এ জলিলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ভ-সা)। কর্মসূচির মধ্যে ছিল পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিছিল ও সমাবেশ।

অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি হোসাইন আহমেদ তফছির, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম, ইউনুসুর রহমান, তৈমুর ফারুক তুষার, সাব্বাস হোসেন, শাহজাহান আলী সাজু, ফয়সাল আহমেদ প্রমুখ। মহান শিক্ষা দিবস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের অধিকার রক্ষা করার দাবি জানিয়েছে শিক্ষক কর্মচারী সংগ্রাম সমন্বয় ঐক্য পরিষদ।